দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

34

আইডিয়াল স্কুল পরিস্থিতি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনের জন্য গবর্নিং বডির সঙ্গে মতিঝিল কল্যাণ সমিতির সোমবারের নির্ধারিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। ২৩ মার্চ বৈঠকের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

উল্লেখ্য, ছাত্র-ভর্তির কোটাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সমস্যার প্রেক্ষিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য গতকাল থেকে স্কুল ও কলেজ বন্ধ রয়েছে। সোমবার বৈঠক অনুষ্ঠিত না হবার জন্য মতিঝিল কলোনী কল্যাণ সমিতির এক বিজ্ঞপ্তিতে স্কুল ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফয়জুর রহ-

(৮-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

আইডিয়াল স্কুল পরিস্থিতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মানকে দায়ী করা হয়। সোমবার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বরাত দিয়ে স্কুল ও কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য মতিঝিল কলোনী সমিতিকে দায়ী করে প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিকে বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলক বলে উল্লেখ করা হয়। কলোনী কল্যাণ সমিতির এই বিজ্ঞপ্তিতে আলোচনার পথ বন্ধ করার জন্য ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে দায়ী করা হয়। মতিঝিল কলোনী কল্যাণ সমিতি অধ্যক্ষের অফিস ভাঙচুর ও এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রসঙ্গকে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে উল্লেখ করে। এতে বলা হয়, ১৮ মার্চ মতিঝিল কলোনীর জনগণ স্কুল-কলেজের সামনের রাস্তায় শান্তি-পূর্ণভাবে অবস্থান করে। সমিতির নেতৃবৃন্দ শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনার মাধ্যমে সমিতির চার দফা দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানান।

সোমবার রাতে স্কুল-কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফয়জুর রহমানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে স্কুল ও কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। তিনি এই প্রসঙ্গে সোমবার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তার সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বক্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জানান, এইচএসসিতে কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার নেয়ার ব্যাপারে রেজিস্ট্রেশনের কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি গতকালের বৈঠক মুলতবী করেন। বৈঠক মুলতবীর খবর ম্যানেজিং বডির চেয়ারম্যান মির্জা আব্বাস এমপির পিএকে টেলিফোনে গতকাল জানান হয় বলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জানান। ২৩ মার্চের পরবর্তী বৈঠকের তারিখ সম্পর্কে তিনি বলেন, সবাই সম্মত হলে তিনিও বৈঠকে থাকবেন।

সাবেক মেয়র মির্জা আব্বাস এমপি'র সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, অভিভাবক ফোরাম তাকে প্রথম এই কোটা সমস্যার কথা জানায়। কলেজটি মূলত কলোনীর মানুষের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তারা কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখার দাবি জানায়। সাবেক মেয়র বলেন, কলোনী কল্যাণ সমিতি তাদের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও কিছু অভিভাবকের অনুরোধে সমিতি তাদের কর্মসূচী স্থগিত করে।

তিনি বলেন, পরদিন ১৮ মার্চ একটি যৌথ সভা হয়। সভায় সমস্যা সমাধানের একটি পথও খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেব অসুস্থতার কারণে সভায় উপস্থিত না থাকায় সভায় কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। মির্জা আব্বাস জানান, সভা শেষে গবর্নিং বডি ও অভিভাবক প্রতিনিধির কয়েকজন সদস্য ও তিনি নিজে অধ্যক্ষের বাসায় যান। সেখানে ২০ মার্চ পরবর্তী সভার সিদ্ধান্ত হয়।

মির্জা আব্বাস বলেন, ২০ মার্চ (গতকাল) সকালে খবরের কাগজে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুল ও কলেজ বন্ধ ঘোষণার খবর পড়ে তিনি বিস্মিত হন। তিনি বলেন, স্কুল-কলেজের গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসাবে এই ঘোষণার কোন কিছুই তাকে জানান হয়নি। তিনি বলেন, সোমবার সকাল থেকে তিনি বাসায় ছিলেন। সভা মুলতবীর ব্যাপারেও অধ্যক্ষ সাহেব তার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।

তিনি বলেন, খবরের কাগজে স্কুল-কলেজ বন্ধের ঘোষণা দেখে তিনি অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং যথা সময় মিটিং-এ যান। কিন্তু স্কুল-কলেজের গেট সে সময় বন্ধ ছিল। তিনি দারোয়ানকে বলে গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি অনেক পুলিশ দেখতে পান। মির্জা আব্বাস বলেন, কলেজ বন্ধ ঘোষণা ও পুলিশ আনার মত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। কারণ আলোচনার মাধ্যমেই সবাই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, একটি স্বাভাবিক পরিস্থিতিকে কেন উত্তপ্ত করার চেষ্টা চলছে এই প্রশ্ন অভিভাবকদের মাঝে দেখা দিয়েছে।